যুগান্তর

তারিখ 24 FEB 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

এমপিওভুক্তকরণ কমিটির অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বপন দাশগুপ্ত

আদালতের নির্দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তকরণ কমিটি পুনরুজ্জীবিত হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কমিটির অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির আবেদন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। আগামীকালের মধ্যে এমপিওভুক্তির নতুন আবেদন গ্রহণের শেষ সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ সময় পার হলেই বলা যাবে কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছে। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির বিরুদ্ধে ওই বছরই হাইকোর্টে দুটি রিট মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর এ ব্যাপারে

সংশয়ে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

সংশয়ে : অস্তিত্ব নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি রুল জারি করেন হাইকোর্ট এবং ওই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়া হয়। দীর্ঘদিন শুনানি শেষে ১১ ফেব্রুয়ারি এ রিট দুটির নিষ্পত্তি করেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টে এ দুটি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তকরণ কমিটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু এ কমিটির আগেরী অস্তিত্ব আছে কিনা এ নিয়ে সংশয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিওভুক্তির সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, এ কমিটির বিষয়টি তিনি এখনও জানেন না। হাইকোর্টের রায়ে কমিটি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আদেশ পেলেও এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যস্ত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও করা নিয়ে। আগামীকালের মধ্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন করার সময়সীমা শেষ হবে। এরপর হাইকোর্টের আদেশ নিয়ে চিন্তা করতে পারে। হাইকোর্ট এ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়ার অনেক আগে থেকেই নতুন এমপিও প্রদান বন্ধ হয়েছে। ২০০৪ সালের শেষ দিকে সর্বশেষ এমপিও হয়েছে। এরপর থেকে সরকার ঘোষণা দিয়ে এমপিও করা বন্ধ রাখে। এমপিওর জন্য সরকারকে প্রতি বছর প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব খাত থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে। এর বাইরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওর জন্য বাজেটে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, সারাদেশে এমপিওহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩ হাজার ২১১টি। কিন্তু বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকায় সর্বাধিক ৭শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে। এ অবস্থায় অপব্যবহৃত অর্থের সন্ধান করে তাকে সদ্ব্যবহারের পথ খুঁজছে সরকার। এ কারণেই পুরনো এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর তদন্ত শেষ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাদের তদন্তে ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সারাদেশে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং এমপিওর অর্থ অব্যবহৃত ও অপব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও অডিট অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, তারা সবগুলো বিভাগের অডিটই শেষ করেছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্টও জমা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।